জরীপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বর্তমানে সমাজের জটিল সমস্যার মধ্যে অন্যতম হল বৈষয়িক সংক্রান্ত সমস্যা। পৃথিবীর অস্তিত্ব যতদিন থাকবে এই সমস্যাও ততদিন টিকে থাকবে। এই সমস্যা যেমন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির, সমষ্টির সঙ্গে সমষ্টির, এমনকি ব্যক্তি বা সমষ্টির সঙ্গে সরকারেরও হয়ে থাকে। যাইহোক এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের অন্যতম পথ সার্ভে ও সেটেলমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে সূক্ষ্ম-রূপে কালচার ও তার সঠিক পদ্ধতিতে যথাযথ প্রয়োগ। জরীপ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে জরীপের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। নিম্নে জরীপ ইতিহাসের বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হইল।

পৃথিবীতে কোথায় প্রথম সার্ভে (জরীপ) শুরু হয় এ সম্বন্ধে নানা মতবাদ আছে। তাই এ বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা যায় না। তথাপি মিশর, ব্যবিলন-এর ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, এদেশে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালে জরীপের ইতিহাস পাওয়া যায়। ১২১ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশে জরীপের প্রচলন হয়। ভারতের সিন্ধু সভ্যতার কথা স্মরণ করিলে ঐ সভ্যতা কালীন সময়ে জরীপের প্রভাব ছিল একথা অস্বীকার করা যাবে না। ভারতবর্ষে মোঘল সম্রাট শের শাহের শাসনকালে (১৫৪০-৪৫ খ্রীঃ) জরীপ কার্য্য বিশেষ বিস্তার লাভ করে। তিনি জরীপ ও রাজকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ রাজকর্মচারীগণকে রাজস্ব আদায়, কর নির্ধারণ করিবার জন্য দায়িত্ব দেন, এবং উহাদেরকে আমিন পদে ভূষিত করেন। ইনিই প্রথম আমিন পদ সৃষ্টি করেন।

১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর তাহার রাজসভার সুনিপুণ অভিজ্ঞ রাজকর্মচারী **টোডরমল** মহাশয়ের সহায়তায় জরীপ কার্য্যকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তার করেন।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রচলনের আগে ১০ বৎসরের চুক্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ করা হইত।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে **লর্ড কর্ণওয়ালিশ** দশ শালা বন্দোবস্তের (১০ বৎসরের জন্য চুক্তি) জমা/খাজনা অর্থাৎ রাজস্ব ঠিক রাখিয়া **পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট** প্রচলন করেন এবং জমিদার ও তালুকদারকে **ল্যান্ড লর্ড** উপাধি দেন। ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে পৃথিবীর অন্যতম জরীপ বিশেষজ্ঞ ইউরোপীয়ান বণিক **জেমস্ রেনেল** ভারতের সমুদ্র-নদীপথ, প্রধান প্রধান বন্দরের নক্সা অঙ্কন করেন ইহা **রেনেল সার্ভে** নামে খ্যাত আছে।

এরপর **১৮০২** খ্রীঃ **১০**ই এপ্রিল ইউরোপীয়ান বনিক জরীপ বিশেষজ্ঞ **মিঃ ল্যাম্বটন সাহেব** মাদ্রাজ শহরের নিকট টমাস পর্বতের পাদদেশ থেকে সরকারী দায়িত্বে আনুষ্ঠানিক ভাবে নক্সা অঙ্কনের কাজ শুরু করেন।

এজন্য ভারতবর্ষে ১০ ই এপ্রিল দিনটিকে ভারতীয় জরীপ দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

উক্ত সময় অধিকাংশ মৌজার নক্সা না থাকায় কেবল চতুঃসীমার নাম উল্লেখ করিয়া জমিদারগণের তৌজি ভাগ করার জন্য **থাক সেটেলমেন্ট** করা হয়। কেবলমাত্র ঐ সময় বিশেষ রাজস্ব আয়ের উপযুক্ত প্রধান প্রধান স্থানের নক্সা অঙ্কন করা হয়েছিল।

১৮৪৬-১৮৭৮ খ্রীঃ মধ্যে **রেভিনিউ সেটেলমেন্ট** করা হয়েছে। অতঃপর অল বেঙ্গল সেটেলমেন্ট খসড়া জরীপ করা হয়। **১৯০৩-১৯১১** খ্রীঃ কয়েকজন জমিদার Deputy Collector বাহাদুরের অনুমতি লইয়া **পেটি সেটেলমেন্ট** করিয়া প্রজাগণের জমি জায়গা ঠিক করে দেন। এবং বিশেষ বিশেষ ভূমি খণ্ডের **১৬** ইঞ্চি = **১** মাইল অথবা **১** মিঃ = **৩৯৬** কিমিঃ / **১:৩৯৬০** স্কেলে নক্সা অঙ্কন করা হয়। ঐ কার্য্য Collector বাহাদুর তত্ত্বাবধান করেন।

উক্ত সার্ভে দ্বারা বিশেষ বিশেষ ভূমি খণ্ডের নক্সা অঙ্কন হওয়ায় শাসনকার্য্য পরিচালনা, রাজস্ব নির্ধারণ, ভূমির উন্নতিসাধন ও বিবাদ-বিসংবাদ ইত্যাদি সমস্যা বিশেষভাবে সমাধান হইয়াছে। উপরোক্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য **The West Bengal Tenancy Act (VIII of 1885)** আইন মোতাবেক **১৯১২-২৮** খ্রীঃ মধ্যে **ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে** দ্বারা (by Chaining, Plane Table & Theodolite System) প্রায় সমস্ত ভূমি খণ্ডের (মৌজার অন্তর্গত প্লটের) নক্সা অঙ্কনের কাজ শেষ করা হয়। ঐ সার্ভেতে

গান্টার্স সাহেব আবিষ্কৃত ১০০ লিংক / কড়ি (৬৬ ফুট লম্বা ১০০ কড়িতে বিভক্ত) বিশিষ্ট গান্টার্স চেইন, অফসেট স্কেল / গুণিয়া ইত্যাদি যন্ত্র দ্বারা জরীপ কার্য্য করা হয়েছে। ঐ সার্ভেকে District Settlement (D/S) বলা হয়। উক্ত সার্ভে ক্যাডাস্ট্রাল পদ্ধতিতে হওয়ায় কেহ কেহ ঐ সার্ভেকে C/S সেটেলমেন্ট ও বলে থাকেন।

১৯২৮ খ্রীঃ মালদায় রংপুর ও দিনাজপুরে বিমান জরীপ শুরু হয়।

প্রায় ১৯৩৯-৪২ খ্রীঃ Collector বাহাদুর কোন কোন জায়গায় নদীর চর গঠিত পয়স্তি ভূমি, কালেক্টারের অধীনস্থ খাস জমি, সাবেক সেটেলমেন্ট বহির্ভূত জমি জায়গা ইত্যাদি ভূমি সার্ভে সেটেলমেন্ট করেন। এই সেটেলমেন্ট মিঃ টেলার সাহেবের নেতৃত্বে হওয়ায় এই সেটেলমেন্টকে **টেলার সেটেলমেন্ট** বলা হয়।

অতঃপর স্বাধীন ভারতে The West Bengal Estates Acquisition Act 1953 মোতাবেক জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও মধ্য স্বত্ব বিলোপ আইন প্রচলন হওয়ায় D/S নক্সা ও খতিয়ান-এর উপর ভিত্তি করিয়া ১৯৫৪-৫৮ খ্রীঃ **রিভিসন্যাল সেটলমেন্ট (R/S)** করা হয়।

অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু প্রত্যেক পরিবারে কৃষিভূমি বণ্টন, ভূমির উন্নতিসাধন, শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, যথাযথ রাজস্ব নির্ধারণ এবং প্রজাদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ মেটানো ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের জন্য **The West Bengal Land Reforms Act 1955** মোতাবেক অভিধান পদ্ধতিতে প্রজাদের নামের আদ্যক্ষর অনুসারে প্রত্যেক মৌজায় এক নামে একটি খতিয়ান প্রচলন করিবার জন্য সরকার কর্তৃপক্ষ ১৯৭৭ খ্রীঃ হইতে R/S নক্সা ও খতিয়ান-এর উপর ভিত্তি করিয়া L/R সেটেলমেন্ট প্রচলন করিয়াছিল।